দৈনিক সংবাদ

008

04 OCT. 1988

পৃষ্ঠা ... ৭ ...

চিঠিপত্রে

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

প্রাইভেট টিউটর ও পাবলিক এগজ্যাম

গত ২০-৯-৮৮ তারিখের দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত "প্রাইভেট টিউটরগণ S.S.C. ও H.S.C. পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারবেন না" শিরোনামের সংবাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। পরীক্ষাক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতিমূলক দুর্নীতি দমন মানসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন বলে খবরে প্রকাশ। দুর্নীতি দূরীকরণার্থে এরকম পদক্ষেপের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানাই সাধুবাদ। কিন্তু টিউশনির সঙ্গে জড়িত শিক্ষককে পরীক্ষাসংক্রান্ত কার্যক্রম হতে বাদ দিলেই কি Nepotism শেষ হবে? এ দুর্নীতির জন্য শুধু কি প্রশ্নপ্রণেতা, পরীক্ষক বা টেবুলেটররাই দায়ী? এদের সংগে কি শিক্ষা বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মচারী, কর্মকর্তা বা উচ্চমহলের প্রভাব থাকে না? আমার বিশ্বাস, পরীক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকদের চেয়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের ঐসব কর্মকর্তা, কর্মচারী শতগুণ বেশী দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তা নাহলে পরীক্ষার ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের পূর্বেই কেমন করে পরীক্ষার্থীরা তা জানতে পারে? পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার ফলাফল থাকে অনিয়ন্ত্রিত। কে বা কারা ফল প্রকাশের পূর্বেই ছাত্রদেরকে ফল ও নম্বর জানিয়ে দেয়? কোন্ কেন্দ্রের কোন্ বিষয়ের খাতা, কত কত রোল নং-এর খাতা, কোথায়, কোন্ পরীক্ষকের কাছে গেল, তাঁর প্রধান পরীক্ষক কে ইত্যাদি গোপনীয় তথ্য কারা পরিবেশন করে? এভাবে তথ্য পরিবেশন করে শিক্ষা বোর্ডের কিছু অসৎ ব্যক্তি দুর্নীতির জাল ছড়িয়ে দিচ্ছে। এরপর শুরু হয় অভিভাবক বা শুভাকাঙ্ক্ষীদের পিছনে দৌড়। প্রবীণ পরীক্ষকদের অভিজ্ঞতায় জানা যায়, তাঁদের কাছে প্রায়ই উর্ধতন কর্তৃপক্ষ বা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কোন নির্দিষ্ট রোল নং-ধারী পরীক্ষার্থীর খাতায় নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ, পরে আদেশ জানান। এমন কি তাঁরা পরীক্ষকের প্রতি ভীতি প্রদর্শনমূলক আচরণও করে থাকেন। আশ্চর্য হতে হয়, যখন শোনা যায় কোন এক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব জনৈক পরীক্ষককে জানিয়েছেন, "আপনার খাতায় ঐ ছাত্রকে এত নম্বর দেবেন-- অন্যান্য পরীক্ষকও এভাবে নম্বর দিবেন। নইলে আমার ছাত্র Stand করতে পারবে না।" ঈর্ষান্বিত বা হিংসাত্মকভাবেও কোন কোন ছাত্রকে দমিয়ে রাখা হয়, এমন অভিযোগও আছে। এদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের জনৈক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সন্তানকে বোর্ড কর্তৃপক্ষের অশুভ ইঙ্গিতেই নাকি ফেল করানো হয়। যদি এরূপ অপকর্মের অক্টোপাশ থেকে পরীক্ষার্থীদের তথা শিক্ষাব্যবস্থাকে বাঁচানো যায় তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হবেন। টিউশনি প্রসংগে বলতে হয়, বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (সরকারী বিদ্যালয় ছাড়া) শিক্ষকদের বেতন অতীব নগণ্য। ইহা বেতন নয় যেন করুণা। সরকার প্রদত্ত করুণায় তাঁদের কিছুই হয় না। তাই পরিবার-পরিজন নিয়ে সাধারণভাবে বেঁচে থাকার জন্য বল্গাহীন শ্রমের বিনিময়ে টিউশনি করতে হয়। এদের শ্রম বিশেষ করে বাগযন্ত্রের শ্রম অন্যান্য যেকোন পেশাজীবীর শ্রমের চেয়ে কঠোর। শিক্ষকরাও মানুষ। তাঁদেরও সুখী ও আনন্দঘন জীবনযাপনের সাধ আছে। শিক্ষকদেরকে তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, সেবা ও শ্রমানুসারে পারিশ্রমিক দেয়া হলে কে অন্যের বাসার কড়া নেড়ে টিউশনি করতে যায়? তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন, শিক্ষকদের যাতে টিউশনি-নির্ভর না হতে হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং পরীক্ষা-দুর্নীতির মূল উৎপাটনের জন্য সর্বস্তরে সৎ ও কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করা হোক। অন্যথায় প্রকাশিত সংবাদের ন্যায় 'যত মুশকিল তত আহসান' পন্থা জারি করে কার্যকর ফল পাওয়া যাবে কি?

বিভূতি ভূষণ বিশ্বাস,
সিনিয়র শিক্ষক,
বি,এম, ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়,
বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপজাতীয় সংরক্ষিত আসনে অউপজাতীয় ছাত্র ভর্তি করার প্রসঙ্গে

বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকেই বৃহত্তর বাংলাদেশের পশ্চাদপদ উপজাতীয়দের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয়ার জন্য ৬টি অনুষদে ১টি করে মোট ৬টি আসন উপজাতীয় ছাত্রদের সংরক্ষণের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়; যেখানে উপজাতীয় ছাত্ররা ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভর্তির সুযোগ অর্জন করতে পারবে। কিন্তু, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, চলতি ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষা সেসনে এরূপ ৬টি উপজাতীয় সংরক্ষিত আসনে একজন উপজাতি যার নাম প্রবীর দাশগুপ্ত, পিতার নাম প্রীতিময় দাশগুপ্ত'--নামের শেষে 'মারমা' টাইটেল ধারণ করে উপজাতি সেজে ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় এবং ভর্তির সুযোগ পেয়ে মৎস্য অনুষদে ভর্তি হয়। পরবর্তীতে বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর উপজাতীয় ছাত্রদের সংরক্ষিত আসন থেকে উক্ত প্রবীর দাশগুপ্তের ভর্তি বাতিল করার জন্য আমরা তথা উপজাতীয় ছাত্ররা বিভিন্ন প্রমাণপত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে প্রদান করি। উল্লেখ্য, উক্ত প্রবীর দাশগুপ্ত ছেলেটি যে "মারমা" উপজাতির নয়, তার প্রমাণস্বরূপ স্বয়ং মারমা উপজাতি প্রধান বোমাং রাজার (মংশৈপ্রু চৌধুরী যিনি বর্তমানে সংসদ সদস্য) কাছ থেকেও সার্টিফিকেট দাখিল করা হয়। তদুপরি তখনকার স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী বাবু বিনয় কুমার দেওয়ানের কাছ থেকেও অনুরূপ সার্টিফিকেট আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করি। কিন্তু তা সত্বেও আজ অবধি উক্ত ভুয়া মারমা উপজাতি নাম ধারণকারী ছাত্রটির ভর্তি উপজাতীয় কোটা থেকে বাতিলের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোন সন্তোষজনক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ব্যর্থতারই পরিচয় বহন করে। কেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীরব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে? আমরা উপজাতীয় ছাত্ররা বর্তমান সরকারের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই—'দাশগুপ্ত" টাইটেল ধারণকারী কোন উপজাতি বাংলাদেশের তালিকাভুক্ত আছে কি? যদি না-ই থাকে তাহলে কেন উক্ত ভুয়া 'মারমা' টাইটেল ধারণকারী অউপজাতি ছাত্রকে উপজাতীয় ছাত্রদের সংরক্ষিত আসন থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে না? আমরা এ ব্যাপারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে আবারও আকুল আবেদন জানাচ্ছি যে, অতিসত্বর উক্ত মারমা টাইটেল ধারণকারী "প্রবীর দাশগুপ্ত" ছেলেটিকে উপজাতীয় ছাত্রদের আসন থেকে ভর্তি বাতিল করা হউক এবং একজন প্রকৃত উপজাতী ছাত্রকে উক্ত আসনে ভর্তির সুযোগ প্রদান করা হউক। সাথে সাথে আমরা এও আবেদন জানাচ্ছি যে, ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনার যাতে কোনরূপ পুনরাবৃত্তি না ঘটে তারও বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।

উপজাতীয় ছাত্রদের পক্ষে—
সুরভ চিনয় চাক্মা
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ-২২০২